নয়টি প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা

খ্রীষ্টের জন্য একটি ব্যাপক আলোড়নকে অবলোকন করতে উপাসক মণ্ডলীকে অবশ্যই ধর্মীয় রীতির দৃষ্টি কোণ থেকে এই নয়টি স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে হবে।

যারা তাদের মন্ডলী এবং কুটীর সহভাগীতা গুলিকে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে দেখতে চায় তাদের জন্য আপনি একটি কর্মশালার মাধ্যমে এই নয়টি স্বাধীনতাকে পথ প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

যখন আপনি নয়টি ধারণাকে উপস্থাপণ করছেন তখন অপর কেউ প্রথা মহাশয়ের ভুমিকায় অভিনয় করবে। মিঃ প্রথা এই চিহ্ন বহন করবে। মিঃ প্রথার উদ্দেশ্য হল, যে সমস্ত ধারণাকে আপনি উপস্থাপন করবেন সেগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার। তার অভিযোগের উত্তর যখন আপনি দেবেন তখন অন্যরা তা শুনবে অথবা সবথেকে উত্তম হয় যদি আপনি অন্যদেরকে মিঃ প্রথার অভিযোগের উত্তর দিতে বলুন। যখন কর্মশালাতে মিঃ প্রথাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তখন তার সম্বন্ধে এমন বলতে পারেন ''খুব সম্ভবত মিঃ প্রথা আপনাদের সভায় যোগ দিতে চলেছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। হতে পারে যে আপনিও একজন মিঃ প্রথা''।

১. ঈশ্বরের সম্ভাবনা প্রদানের দ্বারা নতুন উপাসক মণ্ডলী কর্তৃক দ্রুত নতুন উপাসক মণ্ডলী শুরু করার স্বাধীনতা। শিক্ষ সমূহ

- বাইবেলের এই আদর্শ যারা অনুসরণ করেছিলেন তারা হলে বার্ণবা ও ইপাফ্রা।
- যেখানেই বাইবেলের প্রেরিতরা গিয়েছিলেন সেখানেই নতুন মণ্ডলী স্থাপিত ও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল।
- প্রেরিতরা নতুন মণ্ডলীগুলিকে প্রয়োজনীয় গৃহ এবং বেতন ছাড়াই কার্য করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিল।

মিঃ প্রথা এই রকম কিছু বলে তর্ক করবে ঃ ''আমাদের মণ্ডলীর নিয়ম হচ্ছে যে যদি কোন ও মণ্ডলী অন্য একটি মণ্ডলী স্থাপন করতে উদ্যোগী হয় তবে তাকে প্রথমেই আমাদের আঞ্চলিক হেড অফিসের কাছে অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য / সদস্যা এবং নির্দিষ্ট বছরের পরিপূর্ণতা এবং আনুমাণিকবাজেট থাকতে হবে।''

২. মনুষ্য দত্ত যাবতীয় ধর্মীয় বিধিনিষেধের উর্দ্ধে যীশুর এবং তাঁর প্রেরিতদের আজ্ঞাসমূহ পালনের স্বাধীনতা। শিক্ষাসমূহ

- প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পিতর এবং অন্যান্য প্রেরিতরা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর সদস্য - সদস্যাদের প্রথম থেকে যীশুর প্রতি বাধ্য হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন।
- যীশু বহু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেগুলি আমরা সাতটি মূল আজ্ঞায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারি। যেগুলি আমরা প্রেরিত ২ অধ্যায়ে প্রথম মণ্ডলীর ৩০০০ জন ধর্মান্তরিতকে মান্য করতে দেখেছি। তারা অনুতপ্ত এবং পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়েছিল। বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছিল। প্রভুর ভোজ পালন করেছিল, একে অপরকে প্রেম করেছিল। (যা তাদের সহভাগীতার মধ্যে পরিলক্ষিত) প্রার্থনা করেছিল, দান করেছিল ও নতুন শিষ্য তৈরী করেছিল।

মিঃ গতানুগতিক এরকম কিছু করবে ঃ ''আমাদের অবশ্যই আমি যে সমস্ত নীতিগুলির মনোনয়ণ করবো সেগুলোকে মেনে চলতে হবে। কারণ নিশ্চয়তাই এক তাকে সুনিশ্চয়তা দান করে।''

৩. অধর্মান্তরীত অনুসন্ধানকারীদের এবং নতুন বিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার, শিষ্য করার এবং তাদের নিজেদের সংস্কৃতিতে ও পরিবারে আরাধনার জন্য তাদের গৃহ পরিদর্শনের স্বাধীনতা। শিক্ষা সমূহ

- বাইবেলের আদর্শ কর্ণীলিয়ের সাথে পিতরের এবং যীশুর দ্বারা সত্তর জনকে প্রেরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে।
- যখন কেউ বিশ্বাস করেছিল, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের কাছে গিয়েছিল যেমন লেবীয়, কর্ণীলিয়, লুদিয়া, ফিলিপীয় কারারক্ষী এবং ক্রীস্পের ক্ষেত্রে ঘটে ছিল।
- তারা নতুন বিশ্বাসীদেরকে তাদের আত্মীয় পরিজনের সাথে একটি প্রেম পূর্ণ সম্পর্ক এবং যতটা সম্ভব সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে রেখেছিল।

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলতে পারে ঃ ''নতুন বিশ্বাসীদেরকে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের মন্দ বন্ধু, আত্মীয় এবং সংস্কৃতির প্রভাব থেকে আলাদা রাখো।''

৪. **বিলম্ব না করে নতুন বিশ্বাসীদেরকে সত্বর বাপ্তিস্ম দেবার এবং যেখানেই মিলিত হবে সেখানেই প্রভুর ভোজ পালনের স্বাধীনতা। শিক্ষাসমূহ**

- বাইবেলের আদর্শ প্রেরিত পুস্তকের ২ঃ৩৮-৪৭, অংশে খ্রীষ্ট এবং যিরূশালেমের মণ্ডলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলবে ঃ ''বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ দেওয়ার অধিকার, কেবল মাত্র অভিষিক্ত পরিচারকদেরই আছে। বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী সদস্য - সদস্যাকে অবশ্যই প্রথমে জলের উপর দিয়ে গমন করতে হবে।''

৫. **পবিত্র আত্মা তাদের যে সমস্ত দান প্রদান করেছেন তা ব্যবহারের দ্বারা খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসাবে একে অপরকে সেবা, নতুন মন্ডলী ও কুটীর সহভাগীতার প্রেম করার স্বাধীনতা। (১ম করিন্থীয় ১৪ঃ২৪-২৬) শিক্ষাসমূহ**

- বাইবেলের আদর্শ করিন্থীয়দের অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- যাতে তারা একে অপরের পরিচর্য্যা করতে পারে সেজন্য পবিত্র আত্মা সমস্ত নতুন বিশ্বাসীদেরকে নির্দিষ্ট কিছু আধ্যাত্মিক দান দিয়ে থাকেন।
- কোন পরিচারক বা ডিকনদের উপাসক মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য সমস্ত আত্মিক দানগুলো থাকার প্রয়োজন নেই।

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলতে পারে ঃ ''সমস্ত কিছু নিয়মমাফিক এবং একই রীতি অনুসারে করুন এবং সেই নিয়ম হচ্ছে আমি যা বলি তাই! আর তা হল কেবলমাত্র শিক্ষিত যাজক ও পরিচারকদেরই জনসভাগুলি পরিচালনা করা উচিত।''

৬. **বেতনভূক বা বেতন ছাড়া নতুন নিয়মের যোগ্য প্রাচীনবর্গ কতৃক যাজকীয় নেতৃত্ব দানের স্বাধীনতা। শিক্ষাসমূহ ঃ**

- বাইবেল পৌল এবং তীতকে আদর্শ করেছে।
- কিছু বাইবেল বহির্ভুত যোগ্যতা যার মধ্যে আছে, ঈশ্বর তত্ত্বের শিক্ষা, আর্থিক শক্তি, সামাজিক পদমর্যাদা, জাতী পরিচয় এবং ভাষা। আপনার নতুন মণ্ডলীতে বাইবেল বহির্ভুত রীতিগুলি কি কি?

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলতে পারে ঃ ''আমাদের মণ্ডলীর উপবিধি অনুসারে পালকদের অবশ্যই অভিষিক্ত হতে হবে। এছাড়া ও আমাদের উপবিধিতে ৭৫০ টি ধারার উল্লেখ আছে যে গুলোকে অবশ্যই তাদেরকে পূরণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং বেতন ভোগী হতে হবে।''

৭. **প্রতিটি দলের আকার এবং পরিপক্কতা অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার ও শিক্ষা দেবার নতুন নিয়মের ধারাকে অনুসরণ করার স্বাধীনতা। শিক্ষাসমূহ ঃ**

- নতুন নিয়মের ''পারস্পরিক আজ্ঞাসমূহ'' এবং যীশুর কথোপকথনের রীতিকে বাইবেলের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলতে পারে ঃ ''ঈশ্বর এই যুগের জন্য বক্তৃতামূলক বাক্য প্রচারের বিষয়টি অভিষিক্ত করেছেন। পুলপিটের উপরে আমাদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ গুণমান যুক্ত এবং উৎকর্ষতা পূর্ণ প্রচার।''

৮. **যারা পালকদেরকে এবং নতুন উপাসক মণ্ডলী ও নেতাদের প্রয়োজনের প্রতি তাৎক্ষণাৎ সাড়া প্রদান করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন তাদের জন্য স্বাধীনতা ঃ**

- এর জন্য প্রয়োজন মেনু সমন্বিত এমন একটি পাঠক্রম পরিকল্পনা যার থেকে নতুন নেতা এবং পরামর্শদাতারা সেই সমস্ত পাঠ্যক্রম এবং কার্যকলাপ বেছে নিতে পারবে, যা উপাসক মণ্ডলীর এর বর্তমান জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে মেটাতে সাহায্য করবে।
- খ্রীষ্ট বর্তমান অবস্থার এবং তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেবার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পৌল, তীতকে ক্রীত দীপের নতুন উপাসক মণ্ডলী যে বিষয়ে অভাব অনুভব করছিল সেই বিষয় সম্পর্কে পরিচর্য্যা করতে বলেছিলেন।
- নতুন উপাসক মণ্ডলীর সবারই আলাদা আলাদা কিছুর অভাব আছে।

মিঃ প্রথা এরকম কিছু বলতে পারেন ঃ আমার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের একটি সর্বজন গ্রাহ্য পাঠক্রম আছে এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী একই পথে অনুসরণ করে, একই স্থান থেকে শুরু করে একই বিষয় অধ্যয়ণ করে।

৯. আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটরদের যারা নতুন মণ্ডলীগুলিকে তত্ত্বাবধান করে এবং পালকদের প্রশিক্ষণ দান করে তাদের স্বাধীনতা প্রদান করা, যেমন পৌল তীতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন (তীত ১ঃ৫)। শিক্ষা সমূহ

- স্বাধীন উপাসক মণ্ডলীর কোন বাইবেলসম্মত উদাহরণ নেই।
- নতুন স্থাপিত মণ্ডলীর প্রয়োগই ব্যর্থ হবার কারণ হল যে, তাদের নেতা কখনোই বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পালকের কাছে থেকে সার্বিক দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য অন্বেষণ করেনা এবং তাঁর পরামর্শ চায় না।

মিঃ প্রথাগত এরকম কিছু বলতে পারে ঃ ''আমাদের মণ্ডলীকে কি বিশ্বাস করতে হবে এবং কি বিশ্বাস করতে হবে না, সেই বিষয় আমরা কোন অধার্মিক যাজক বা বিশপের কাছ থেকে শুনতে চাই না। আমরা স্থানীয় মণ্ডলীর স্বশাসন ধরে থাকব।'' অথবা ''আমিই এই অঞ্চলের বিশপ এবং আমি চাই না আমার যাজকীয় অঞ্চলের মধ্যে নতুন কোন কো-অর্ডিনেটর কতৃত্ব করুক। আমার নতুন কোন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা যেভাবে কাজ করছি সেভাবেই কাজ চালিয়ে যাব।''

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net